যুগান্তর

তারিখ ... 9 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

কিন্ডারগার্টেনের মতো মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ছেই

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মতো দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি পর্যায়ে ২২টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৫৩টিসহ বর্তমানে সারাদেশে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭৫টি। বিপুলসংখ্যক মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হলেও একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ কলেজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নেই। শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে শেখানোর জন্য কয়টি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় শয্যা সংখ্যা ও রোগী রয়েছে তা নিয়ে সর্বমহলে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় সরকারের আমলেই চিকিৎসা শিক্ষাকে ক্রমেই বাজারিকরণ ও দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলা হচ্ছে। সামাজিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে এ অনুমোদন দেয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য খাতের জন্য অশনি সংকেত উল্লেখ করে ভবিষ্যতে দেশের জনস্বাস্থ্য চরম হুমকির মুখে পড়ার আশংকা তৈরি হচ্ছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে তিন বছর সরকারিভাবে সাতক্ষীরা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। সাবেক একজন সেনাপ্রধান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব, মন্ত্রী, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতাদের খুশি করতে এসব কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেশক'টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ পদে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপককেও নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি।

মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা অনুসারে অনুমোদনের আগে যেসব পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয় এক্ষেত্রে তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ না থাকায় শিক্ষার্থীরা প্রকৃত চিকিৎসা শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। সর্বশেষ যে আটটি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়া হয়েছে তাতে নীতিমালার চরম লংঘন হয়েছে বলে ব্যাপক কানাঘুষা

প্রয়োজনীয় জমি নেই: শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব

চলছে। প্রাথমিক নীতিগত অনুমোদনের দু'চার মাসের মধ্যেই এসব প্রতিষ্ঠানকে অনৈতিকভাবে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজগুলো হল— ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ-মগবাজার, মার্কস মেডিকেল কলেজ-মিরপুর-১৪, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-শ্যামলী রিং রোড, ময়নামতি মেডিকেল কলেজ-কুমিল্লা, সিটি মেডিকেল কলেজ-গাজীপুর, গাজী মেডিকেল কলেজ-সোনাডাঙ্গা (খুলনা), আদ-দ্বীন সাকিনা মেডিকেল কলেজ-যশোর ও বরেন্দ্র মেডিকেল কলেজ-রাজশাহী। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য সেক্টরে জনসংখ্যা ও চিকিৎসকের অনুপাত ৩০১২:১। জনসংখ্যা ও শয্যা সংখ্যার অনুপাত দুই হাজার ৬৬৫:১, জনসংখ্যা ও নার্স ৬ হাজার ৩৪২:১। দেশের মোট জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম এ দোহাই দিয়ে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়ার কথা বলা হলেও নেপথ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতাদের অদৃশ্য চাপ ও বিপুল অংকের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়। শিক্ষার্থী ভর্তির নামে কোটি কোটি টাকা আয়-রোজগারের জন্য অনৈতিকভাবে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে জানান, বর্তমানে সরকারিভাবে পরিচালিত ২২টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে নতুন মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতেই শিক্ষক সংকট প্রকট। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মোট সংখ্যা ৫৩টি। তন্মধ্যে হাতেগোনা বড়জোর ২০টি মেডিকেল কলেজ সম্পূর্ণ না হলেও নীতিমালার সিংহভাগ মেনে কলেজ পরিচালনা করছে। কিন্তু বাকি অর্ধেকের বেশিসংখ্যক মেডিকেল কলেজের বেহাল দশা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ বলতে কিছুই নেই তাদের। এসব মেডিকেল কলেজ থেকে যেসব চিকিৎসক বেরিয়ে আসছেন তারা রোগীদের কতটুকু সুচিকিৎসা দিতে পারবেন তা নিয়ে সর্বমহলে সন্দেহ রয়েছে। ২২ জুন ২০১১ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা শাখা-২ এর সিনিয়র সহকারী সচিব মাহফুজা আক্তার স্বাক্ষরিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১১ (সংশোধিত)-তে বলা হয়, সর্বনিম্ন ৫০ আসনে কলেজ বাড়ছেই : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বাড়ছেই : কলেজের সংখ্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্থাপনের জন্য মেট্রোপলিটন সিটি এলাকায় কলেজের নামে দুই একর জমি অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের ১ লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য ১ লাখ বর্গফুট ও মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ৪ একর জমি থাকতে হবে। প্রারম্ভে একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলে সোয়া লাখ বর্গফুট প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ ফ্লোর স্পেস থাকলে অনুমোদন দেয়া হয়। তবে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দুই লাখ বর্গফুট ফ্লোরস্পেসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল নিজস্ব জমিতে করতে হবে, ভাড়া বাড়িতে করা যাবে না। কলেজের নামে তফসিলি ব্যাংকে এক কোটি টাকা রিজার্ভ রাখতে হবে। একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার দুই বছর আগে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ ন্যূনতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০ শতাংশ বেড অকুপেন্সিসহ) থাকতে হবে। একই ক্যাম্পাসে একাডেমিক ও হাসপাতাল ভবন থাকতে হবে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা একজন ছাত্রের জন্য পাঁচজন রোগী থাকতে হবে। এ ছাড়াও আরও অন্যান্য নিয়মনীতি রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাতেগোনা কিছুসংখ্যক মেডিকেল কলেজ ছাড়া বাকিগুলো নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ এমনকি ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করেই অনুমোদন পাচ্ছে। প্রতি বছর তাদের আসন সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে মগবাজারের সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এখন তো দূরের কথা বিধি পরিমাণ জমির ওপরও গড়ে ওঠেনি। একটি মার্কেটের কয়েক কাঠা জমির ওপর নির্মিত ভবনে অপ্রতুল ফ্লোরস্পেসের ওপর তা নির্মিত হয়। একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল একই ক্যাম্পাসে থাকার কথা থাকলেও অভিযোগ রয়েছে, নতুন এ মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনে হাসপাতাল নেই। পুরনো ঢাকার একটি ক্লিনিককে হাসপাতাল হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শ্যামলী রিং রোড আর হাসপাতাল বাবর রোডে। মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু করার অন্তত দুই বছর আগে থেকে ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চালু থাকার কথা থাকলেও এ মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল হিসেবে যেটি দেখানো হয়েছে সেটি একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল। ময়নামতি মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল হিসেবে যা দেখানো হয়েছে তা মূলত ৩০ বেডের একটি ক্লিনিক। এ কলেজের মালিকানার সঙ্গে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর স্থানীয় নেতারা জড়িত থাকার কারণে ক্লিনিক হয়ে গেছে হাসপাতাল!

স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডা. রশীদ ই মাহবুব যুগান্তরকে বলেন, অতীত ও বর্তমান উভয় সরকারের আমলেই চিকিৎসা শিক্ষাকে বাজারিকরণ ও দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলা হয়েছে এবং হচ্ছে। চিকিৎসক সংকট থাকলেও সামাজিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে একের পর এক মেডিকেল কলেজের অনুমোদন মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিএমডিসির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নানা মহলের চাপের মুখে তারাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শীর্ষ কর্তাব্যক্তি যুগান্তরকে বলেন, দেশের সরকারি কলেজেই শিক্ষকের চরম সংকট রয়েছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাবে না। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে পড়াশোনা না করেই ডাক্তার হয়ে যাবেন। যা ভবিষ্যতে চিকিৎসা সেক্টরে এক ধরনের কুফল ডেকে আনবে।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দেশে চিকিৎসকের সংকট রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শুধু সংখ্যার দিক বিবেচনায় অনুমোদন দেয়া হলে তা দুঃখজনক। যথাযথ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়া হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক যুগান্তরকে বলেন, নতুন করে আর কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হবে না। তিনি বলেন, চাহিদার তুলনায় বিপুলসংখ্যক চিকিৎসকের ঘাটতি থাকায় তারা অনেকটা নিরুপায় হয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এখন থেকে তারা প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মনিটরিং ও সুপারভিশনের মাধ্যমে অবকাঠামো, জনবল ও চিকিৎসা শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকবেন।